পশ্চাতে এক স্থায়ী সত্তাকে না মানলে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। সুতরাং (৫) **দ্রব্য হল পরিবর্তনের অন্তরালে কোন সার বস্তু, যার পরিবর্তন হয় না।**

অ্যারিস্টটল-এর মতে, সামান্য বা জাতি যেমন দ্রব্য নয়, তেমনি বিশুদ্ধ বিশেষও (mere particular) দ্রব্য নয়। বস্তুত নিছক বিশেষ বলে কিছু থাকতে পারে না, থাকলেও তা আমাদের অনুভবগম্য হতে পারে না। সামান্য বা জাতি যেমন বিশেষ-ভিন্ন ভাবে থাকতে পারে না, তেমনি আবার বিশেষও সামান্য-ভিন্ন ভাবে থাকতে পারে না। কোন মানুষ থেকে যদি একে একে মানুষের সাধারণ ধর্মগুলি কল্পনায় বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, মানুষটি শূন্যে পরিণত হয়। তেমনি কোন স্বর্ণখণ্ড থেকে যদি একে একে তার গুরুভার, হরিদ্রাবর্ণ, গলনীয়তা প্রভৃতি সামান্য ধর্মগুলি কল্পনায় অপসারণ করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে, জাতিকে বাদ দিয়ে নিছক বিশেষও দ্রব্য নয়—বিশেষও তার অস্তিত্বের জন্য জাতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই (৬) **বিশেষ ও জাতির সমন্বয়ে যে ব্যক্তি, তাই দ্রব্য।** অ্যারিস্টটল-এর মতে এটাই হল 'দ্রব্য' শব্দটির **মুখ্য অর্থ।**

কিন্তু এইপ্রকার অভিমত প্রকাশ করেও অ্যারিস্টটল 'দ্রব্য' শব্দটির **একটি গৌণ অর্থেরও** উল্লেখ করেছেন: এমন অনেক সামান্য বা জাতি আছে বা থাকা সম্ভব যা কোন দৈশিক ও কালিক বস্তুকে আশ্রয় করে থাকে না, যা নিত্য ও দেশ-কালাতীত। (৭) **এই জাতীয় দেশ-কালাতীত জাতি বা সামান্যও 'দ্রব্য',** কেননা সেসব স্বনির্ভর। অ্যারিস্টটল-এর এই শেষোক্ত অভিমতটি তাঁর পূর্বমতের বিরোধী। প্লেটোর জাতিবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে অ্যারিস্টটল এক্ষেত্রে সেই জাতিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

৭.৪. দ্রব্য সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী মতবাদ (Rationalist view of Substance) ঃ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে 'বুদ্ধিবাদী দার্শনিক' বলতে বিশেষ করে তিনজনকে বোঝায়—দেকার্ত, স্পিনোজা এবং লাইব্‌নিজ। কাজেই, 'দ্রব্য সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী মতবাদ' বলতে এই তিনজনের মতবাদকেই বোঝায়। এঁদের প্রত্যেকের মতবাদ ভিন্নভাবে আলোচনা করা গেল।

(ক) **দেকার্তের মত** (Descartes' view) :

দ্রব্য সম্পর্কে দেকার্ত দুটি সংজ্ঞা দিয়েছেন : (১) **যা স্ব-নির্ভর তাই দ্রব্য** এবং (২) **দ্রব্য হল গুণের আধার।**

প্রথম সংজ্ঞা অনুসারে, তাকেই কেবল 'দ্রব্য' বলা যাবে যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ **যা স্বনির্ভর এবং অন্য-নিরপেক্ষ তাই দ্রব্য।** এই অর্থে দ্রব্য হচ্ছে এক অসীম এবং অনন্তসত্তা। একেই দেকার্ত 'ঈশ্বর' বলেছেন। **ঈশ্বরই কেবল স্বনির্ভর, আর সব পর-নির্ভর।** জড় জগতে কাঠের টেবিল কাঠের ওপর, কাঠ গাছের ওপর, গাছ বীজের অঙ্কুরের ওপর, সেই অঙ্কুর আবার জল, মাটি, আলো, বাতাস ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। চেতন জগতে তেমনি চেতনা নির্ভর করে মনের ওপর, মন নির্ভর করে আত্মার ওপর। জগতের জড় এবং চেতন বস্তুর সবই পর-নির্ভর। এসব তাই দ্রব্য নয়। ঈশ্বর কেবল স্বনির্ভর। ঈশ্বর সব কিছুর কারণ হলেও নিজে অকারণ। ঈশ্বর স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু। **ঈশ্বরই দ্রব্য।**

দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে, তাকেই 'দ্রব্য' বলা যাবে যা গুণের আধার বা আশ্রয়। যে জগতে আমরা বাস করি তাকে দুটি ভাগে ভাগ কর হয়—জড়জগৎ এবং চেতনজগৎ। জড়জগতে আছে অসংখ্য জড়বস্তু—গাছ, পাহাড়, নদী ইত্যাদি। চেতন জগতে আছে অসংখ্য মন—আমার, তোমার, অপরের। কিন্তু এসব বস্তুকে আমারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি না, তাদের গুণকেই সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। ঐ গুণ-প্রত্যক্ষের মধ্য দিয়েই **আমাদের বুদ্ধি জানিয়ে দেয়** যে ঐ সব গুণের অন্তরালে কোন না কোন দ্রব্য আছে। এ প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন যে, 'আমাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে গুণ কখনও নিরালম্ব থাকতে পারে না, তাদের ভিত্তিস্বরূপ একটা আশ্রয় অবশ্যই থাকে।' এভাবে, **বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, জড়জগতের মূলে হচ্ছে জড়দ্রব্য আর চেতনজগতের মূলে হল চেতন দ্রব্য বা আত্মা।** এই দুটি দ্রব্যের প্রত্যেকটি স্বনির্ভর এবং অন্য-নিরপেক্ষ। জড়দ্রব্য যেমন—চেতনদ্রব্যের ওপর নির্ভর করে না, চেতনদ্রব্যও তেমনি জড়দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে না। জড়দ্রব্য ও চেতনদ্রব্য অর্থাৎ আত্মা আবার পরস্পর বিরোধী, কেননা জড়ের ধর্ম আত্মায় থাকে না আবার আত্মার ধর্ম জড়ে থাকে না। **'ধর্ম' বলতে দেকার্ত দ্রব্যের অপরিহার্য আবশ্যিক গুণকে বুঝিয়েছেন। জড়দ্রব্যের ধর্ম হল বিস্তার,** কেননা বিস্তারহীন জড়দ্রব্য থাকতে পারে না। তেমনি **চেতনদ্রব্য আত্মার ধর্ম হল চেতনা,** কেননা চেতনাহীন আত্মা থাকতে পারে না। জড়দ্রব্য ও চেতনদ্রব্য কেবল দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, তারা দুটি পরস্পর-বিরোধী দ্রব্য। জড়দ্রব্যের বিস্তার থাকলেও চেতনা নেই। চেতনদ্রব্যের চেতনা থাকলেও বিস্তার নেই। **জড়দ্রব্য ও চেতনদ্রব্যকে দুটি স্বতন্ত্র এবং পরস্পর-বিরোধী দ্রব্যরূপে গণ্য করে দেকার্ত তাঁর দর্শনে এক দ্বৈতবাদ (dualism) প্রচার করেছেন।**

তাহলে, দেকার্তের মতে (দুটি সংজ্ঞাকে যুক্ত করে) **দ্রব্য তিনটি—ঈশ্বর, জড়দ্রব্য ও আত্মাদ্রব্য।** জড় ও আত্মা 'দ্রব্য' হলেও তারা ঈশ্বরের সমমানের নয়। ঈশ্বর পুরোপুরিভাবে স্বনির্ভর। জড় ও আত্মা পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল না হলেও তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর অ-কারণ, স্বয়ম্ভু। জড় এবং আত্মাকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বলে তারা ঈশ্বর-নির্ভর বা স-কারণ। এজন্য দেকার্ত তিনটি দ্রব্য স্বীকার করলেও তাদের সমান মর্যাদা দেননি। এ প্রসঙ্গে দেকার্ত দুই ধরনের দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন—**উচ্চমানের পরমদ্রব্য এবং নিম্নমানের সাপেক্ষ দ্রব্য।** ঈশ্বর হলেন পরমদ্রব্য বা নিরপেক্ষ দ্রব্য (Absolute substance) আর জড়দ্রব্য এবং চেতনদ্রব্য হল দুটি **সাপেক্ষ দ্রব্য** (Relative Substance)। **এভাবে ঈশ্বরকে জড়দ্রব্য ও চেতনদ্রব্য থেকে ভিন্নধর্মী দ্রব্যরূপে গণ্য করে দেকার্ত ঈশ্বরকে অতিবর্তী (external) করেছেন অর্থাৎ জগতের বাইরে রেখেছেন।**

সাপেক্ষ দ্রব্যের সারধর্ম বা আবশ্যিক ধর্ম ছাড়াও **কতকগুলি গৌণগুণ থাকে, দেকার্ত যাদের 'রূপান্তর' বা 'আকস্মিক গুণ' বলেছেন।** আকস্মিক গুণগুলি দ্রব্যে কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না। জড়দ্রব্যের আকস্মিক গুণ হল অবস্থান, আকার, গতি প্রভৃতি। চেতনাদ্রব্যের আকস্মিক গুণ হল—ইচ্ছা, অনুভূতি, কামনা প্রভৃতি। সাপেক্ষ দ্রব্যেরই কেবল আকস্মিক গুণ থাকে। পরম দ্রব্য ঈশ্বর নিত্য এবং অপরিবর্তনীয় বলে ঈশ্বরের কোন রূপান্তর বা আকস্মিক গুণ থাকতে পারে না।

দেকার্তের মতে, দ্রব্যের ধারণা অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়—**এই ধারণা মনোজাত বা সহজাত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ।**

সমালোচনা (Criticism)

দ্রব্য সম্পর্কে দেকার্তের মতবাদ ত্রুটিমুক্ত নয়।

প্রথমত, দেকার্ত দ্রব্যের যে মূল সংজ্ঞাটি (প্রথম সংজ্ঞাটি) দিয়েছেন তাতে ঈশ্বরকেই কেবল 'দ্রব্য' বলা যায়। ঈশ্বর স্বনির্ভর, তাই দ্রব্য। জড় ও আত্মা ঈশ্বর-নির্ভর, তাই দ্রব্য নয়। তিনটি দ্রব্যের স্বীকৃতি তাই যুক্তিহীন। প্রকৃত পক্ষে 'সাপেক্ষদ্রব্য' কথাটি অর্থহীন, কেননা আত্ম-বিরোধী। 'সাপেক্ষ' বলতে বোঝায় 'যা অন্যের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পর-নির্ভর', আর 'দ্রব্যের' সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'দ্রব্য স্বনির্ভর'। তাহলে 'সাপেক্ষ দ্রব্য' কথাটির মানে হয় 'যা পরনির্ভর-স্বনির্ভর'। স্পষ্টতই, কথাটি আত্মবিরোধী এবং যা আত্মবিরোধী তা অর্থহীন।

দ্বিতীয়ত, জড়দ্রব্য ও চেতনদ্রব্য আত্মার মধ্যে বিরুদ্ধভাব স্বীকার করে দেকার্ত তাঁর দর্শনে এক অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। আত্মা (মন) ও জড় (দেহ) দুটি পরস্পর বিরোধী দ্রব্য হলে তাদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এটা অনুভব করি যে কখনো কখনো দেহের পরিবর্তন মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ হয়, আবার কখনো কখনো মানসিক চাঞ্চল্য দেহের পরিবর্তনের কারণ হয়। দেকার্ত দেহ ও মনের মধ্যে (অর্থাৎ জড়দ্রব্য এবং চেতনদ্রব্যের মধ্যে) দ্বৈতবাদ প্রচার করে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি।

(খ) **স্পিনোজার মত** (Spinoza's View)

দেকার্তের পরবর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা দ্রব্য সম্পর্কে দেকার্তের সংজ্ঞাটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে বলেন, '**তাই হল দ্রব্য যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে না এবং যাকে বুঝতে গেলে অন্য কোন ধারণার প্রয়োজন হয় না।**' স্পষ্টতই, স্পিনোজাও দেকার্তের মত দ্রব্যকে 'স্বনির্ভর' বলেছেন। তবে, **দেকার্তের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেও স্পিনোজা দেকার্তের বক্তব্যের অসঙ্গতি নির্দেশ করেন।** দেকার্ত দ্রব্যকে 'স্বনির্ভর' বলেও তিনটি দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। স্পিনোজার মতে, সংজ্ঞা অনুসারে ঈশ্বরকেই 'একমাত্র দ্রব্য' বলতে হয়, কেননা ঈশ্বরই কেবল স্বনির্ভর। তাহলে **ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য**। জড় ও আত্মা দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য নয়, কেননা তারা ঈশ্বর-নির্ভর। যা পর-নির্ভর তা দ্রব্য নয়। দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে 'সাপেক্ষ দ্রব্য' (দেকার্ত যার উল্লেখ করেছেন) বলে কিছু থাকতে পারে না।

তাহলে জড় এবং আত্মা কি এবং এদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কই বা কেমন? স্পিনোজার মতে জড় এবং আত্মা, আরও স্পষ্টভাবে 'বিস্তার' ও 'চেতনা', ঈশ্বরের অসংখ্য অনন্তধর্মী গুণের মধ্যে **দুটি গুণ মাত্র**। এই জগতের বিস্তার (জড়) ও চেতনা (আত্মা) ঈশ্বরের ঐ দুটি গুণের সীমিত প্রকাশ। ঈশ্বরের গুণরূপে বিস্তার হল অনন্ত ও অসীম। তেমনি ঈশ্বরের গুণরূপে চেতনা হল অখণ্ড ও অসীম। তবে এই জগতের বিস্তার ও চেতনা (জড় ও আত্মা বা মন) ঐ দুটি অনন্ত গুণের সীমিত প্রকাশ। ঈশ্বরের অসংখ্য অনন্ত গুণের মধ্যে এই দুটি গুণের প্রকাশ সম্পর্কেই আমরা, সীমিত মানুষ, অবহিত হতে পারি।

দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে তাই দ্রব্য অবশ্যই **এক, অসীম, অনন্ত, অনাদি, পূর্ণসত্তা** এবং **নির্বিশেষ**। দ্রব্যকে কোন বিশেষ গুণ দিয়ে বিশিষ্ট করা যায় না। বিস্তার ও চেতনা দ্রব্যের দুটি গুণ হলেও দ্রব্যকে 'বিস্তারযুক্ত' বা 'চেতনাযুক্ত' বলা যাবে না। এখানে স্পিনোজার যুক্তি হল—**'কোন বিষয়ে গুণের আরোপ করলেই সেই বিষয়টি সীমিত হয়'** (Determinatio negatio est)। যেমন—যদি বলা হয় 'দ্রব্য হয় বিস্তারযুক্ত' তাহলে এটাও বোঝায় যে দ্রব্য চেতনাযুক্ত নয়, অর্থাৎ চেতনজগৎ দ্রব্যের বাইরে। তেমনি যদি বলা হয় 'দ্রব্য চেতনাযুক্ত' তাহলে এটাও বোঝায় যে, দ্রব্য বিস্তারযুক্ত নয়, অর্থাৎ জড়জগৎ দ্রব্যের বাইরে। এমন ক্ষেত্রে দ্রব্যকে আর 'এক, অসীম, অনন্ত, পূর্ণসত্তা' ইত্যাদি বলা চলে না। এজন্যই, স্পিনোজার মতে, **দ্রব্য হল নির্বিশেষ ও নির্গুণ।**

বিশ্ব-জগতের কি জড় কি অজড়—সব কিছুই এক অদ্বয় দ্রব্যের প্রকাশ (বিকার)। জগতের সবই দ্রব্য-নির্ভর। দ্রব্যই একমাত্র স্বনির্ভর, সদ্বস্তু। **এই দ্রব্যই ঈশ্বর, আবার এই ঈশ্বরই বিশ্ব-প্রকৃতি।** দ্রব্য বা ঈশ্বর যেমন এক এবং অসীম, বিশ্বজগতও তেমনি এক ও অসীম। **স্পিনোজার মতে তাই দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি।** যা দ্রব্য তাই ঈশ্বর এবং তাই বিশ্ব-প্রকৃতি। **ঈশ্বর এবং জগৎকে এভাবে অভিন্ন বলে স্পিনোজা ঈশ্বরকে জগতের বাইরে না রেখে তাঁকে জগতের প্রাণশক্তি বা প্রাণ-পুরুষ (অন্তরাত্মা) বলেছেন।** ঈশ্বরের (দ্রব্যের) প্রকাশই জগৎ। দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার এই অভিমত **অদ্বৈতবাদ** (Absolutism) নামে পরিচিত।

বুদ্ধিবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে স্পিনোজা বলেন যে, **এই এক ও অনন্য দ্রব্যকে কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেই জানা যায়,** ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায় না।

সমালোচনা (Criticism) :

স্পিনোজার দ্রব্য সম্পর্কে অভিমত নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণ করা যায় না—

প্রথমত, দ্রব্য নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হলে সেই দ্রব্য থেকে এই জগতের বিশিষ্ট বস্তুর উৎপত্তি কিভাবে হয় তার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা স্পিনোজা দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, স্পিনোজার মতে দ্রব্য সকল রকমের ভেদশূন্য, অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু ভেদশূন্য দ্রব্য থেকে কি করে এই ভেদ-যুক্ত বিভিন্নতার জগতের, এই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি হতে পারে, তার কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা স্পিনোজা দিতে পারেন না। যা নির্বিশেষ এবং অভেদ তা শূন্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। শূন্য থেকে শূন্য ছাড়া আর কিছুই উৎসারিত হয় না। **স্পিনোজা তাঁর দ্রব্য-তত্ত্বে বিভিন্নতার জগৎকে একের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলেও, কি ভাবে সেই এক থেকে বিভিন্নতার আবির্ভাব ঘটে, তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।** এজন্যই হেগেল (Hegel) স্পিনোজার নির্বিশেষ ও অভেদ দ্রব্যকে Fables-এ বর্ণিত সিংহের গুহার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে অনেক পশুর আগমনের পদচিহ্ন পাওয়া গেলেও কারও নির্গমনের পদচিহ্ন পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, এককে সদ্বস্তু বললে বহুকেও সদ্‌বস্তু বলতে হয়। এক যেমন সত্য, বহুও তেমনি সত্য। এককে বাদ দিলে বহু যেমন সঙ্গতি-বিহীন বস্তু-জটলায় পরিণত হয়, তেমনি বহুকে বাদ দিলে একও শূন্যগর্ভ আকার-মাত্রে পর্যবসিত হয়। কাজেই বলতে হয় যে, দ্রব্য

বা ঈশ্বর এক হলেও তা বহুকে অস্বীকার করে না—বহুবিচিত্র ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জের মধ্য দিয়েই এক দ্রব্য বা ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ দ্রব্য বা ঈশ্বর হচ্ছে বহুকে নিয়ে এক।

(গ) লাইব্‌নিজের মত : (Leibnitz's View) :

লাইব্‌নিজ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হয়েও দ্রব্য প্রসঙ্গে দেকার্ত ও স্পিনোজার অভিমত অস্বীকার করেন। লাইব্‌নিজের মতে কেবল স্বনির্ভরতা নয়, **স্বয়ং-ক্রিয়তাও দ্রব্যের লক্ষণ। অন্যের ওপর নির্ভর না করে যা ক্রিয়া করে, তাই দ্রব্য।** কেবল 'স্বনির্ভরতা' দ্রব্যের লক্ষণ হলে, স্পিনোজার অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং সেক্ষেত্রে জগতের বিভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তেমনি আবার, দ্রব্য 'স্বনির্ভর' হলে তাকে 'নিত্য' এবং 'অপরিবর্তনীয়' বলতে হয়। এমন নিত্য ও অপরিণামী দ্রব্যকে দিয়ে জগতের অনিত্যতা ও পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব কারণে **লাইবনিজ 'স্বনির্ভরতাকে' দ্রব্যের একমাত্র স্বরূপ-লক্ষণ না বলে 'স্বয়ং-ক্রিয়তাকে' অর্থাৎ 'অন্যের ওপর নির্ভর না করে কাজ করাকে' দ্রব্যের লক্ষণ বলেছেন। দ্রব্য হল তাই যা স্বনির্ভর এবং স্বয়ং-সক্রিয় অর্থাৎ যা অন্য-নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।**

লাইব্‌নিজ দ্রব্যের আরও একটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন—'**দ্রব্য হল তাই, যা নিরংশ।** যার কোন অংশ নেই তার উৎপত্তি ও বিনাশও নেই এবং তা অন্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত বলে এই নিরংশ দ্রব্য স্বয়ং-সক্রিয়। কোন যৌগিক বস্তু (অর্থাৎ সাংশ বস্তু) দ্রব্য নয়, কেননা তার যেমন উৎপত্তি আছে তেমনি বিনাশ আছে। অংশের সমন্বয়ে তার উৎপত্তি, অংশ-বিচ্ছেদে তার বিনাশ। যৌগিক বস্তু স্বয়ং-সক্রিয় নয়—বাইরের প্রভাবে তারা ক্রিয়া করে, পরিবর্তিত হয়।

তাহলে, দ্রব্য সম্পর্কে লাইবনিজের সম্পূর্ণ সংজ্ঞাটি হল—**'তাকেই 'দ্রব্য' বলা যাবে যা স্বয়ং-সক্রিয় এবং নিরংশ।'** এই নিরংশ দ্রব্য গ্রীক পরমাণুবাদীদের জড় পরমাণু নয়। পরমাণুবাদীরা জড়ের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অণুকেই 'দ্রব্য' বলেন। লাইব্‌নিজের মতে 'জড়-পরমাণু' কথাটি আত্মবিরোধী তাই অর্থহীন এবং অবাস্তব। জড়ের লক্ষণ 'বিস্তার' এবং বিস্তার থাকার অর্থ বিভাজ্যতা থাকা। আর পরমাণুর লক্ষণ 'অবিভাজ্যতা'। তাহলে 'জড়-পরমাণু' কথাটির মানে হয় 'এমন যা বিভাজ্য অবিভাজ্য'। কোন বস্তু একই সঙ্গে বিভাজ্য এবং অবিভাজ্য হতে পারে না। আসলে জড়ের পরমাণু হয় না। জড়ের অণু যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, 'জড়' বলে (বিস্তারযুক্ত বলে) তার বিভাজ্যতা থাকবেই।

যে নিরংশ দ্রব্য থেকে জগতের চেতন অচেতন যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব হয়েছে লাইব্‌নিজ তাদের 'মনাদ' (monad) বলেছেন। 'মনাদ' অর্থে 'চেতন পরমাণু' বা 'চিৎ-পরমাণু' বা 'চিদণু'। চিদণু বা মনাদ অজড়, তাই নিরংশ বা অবিভাজ্য। চিদণুই দ্রব্য, জগতের মূল উপাদান। চিদণু একটি বা দুটি নয়, **চিদণু অসংখ্য।** অসংখ্য চিদণু বা চিৎ-পরমাণু থেকে এই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি। **লাইব্‌নিজ বহুত্ববাদী (pluralist) কেননা তার মতে দ্রব্য অসংখ্য।**

মনাদ বা চিদণুর বৈশিষ্ট্য :

চিদণু হল (১) **আধ্যাত্মিক একক,** চেতন পদার্থ, স্বয়ং-সক্রিয়।

(২) **সরল** এবং **অবিভাজ্য** (চেতনার বিভাজন হয় না)।

(৩) **প্রত্যেক চিদণু গবাক্ষবিহীন অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ**। বাইরের জগতের কোন প্রভাবই চিদণুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কোন চিদণুই অন্য চিদণুকে প্রভাবিত করতে পারে না। প্রত্যেক চিদণু তার স্বভাববশে অন্তস্থিত সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটায়।

(৪) **প্রত্যেক চিদণু অনন্তশক্তি সম্পন্ন**—সমগ্র জগৎকে প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে।

(৫) চিদণু স্বয়ং-সক্রিয় হলেও **প্রত্যেক চিদণু সমান সক্রিয় নয়**—কোন চিদণুর ক্রিয়াশীলতা বেশি আবার কোনটির অপেক্ষাকৃত কম।

(৬) **চিদণু যত বেশি ক্রিয়াশীল হয় তার প্রত্যক্ষণ বা চেতনা তত বেশি স্পষ্ট হয়**। শক্তি ও ক্রিয়াশীলতা অনুসারে **চিদণুর বিভিন্ন স্তরভেদ আছে**। যেমন—**সুপ্ত চিদণু, জাগ্রত চিদণু, পরিপূর্ণ সক্রিয় চিদণু**। ক্রম-বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তরে হচ্ছে ঈশ্বর চিদণু এবং **ঈশ্বর চিদণুই পরিপূর্ণ সক্রিয় চিদণু**। ঈশ্বর চিদণুর প্রত্যক্ষণ ও চেতনা অনন্ত এবং অসীম। দ্রব্যরূপে **ঈশ্বর চিদণুই সকল চিদণুর শ্রেষ্ঠ চিদণু এবং তিনিই অন্যান্য চিদণুর স্রষ্টা**।

তাহলে, লাইবনিজের মতে, দেহ-চিদণু ও মন-চিদণুর মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, ঈশ্বর-সৃষ্ট হওয়ায় তারা কেবল সমান্তরভাবে চলে। সৃষ্টিলগ্নে ঈশ্বর-চিদণুই দেহ-চিদণু ও মন-চিদণুকে এমনভাবে গঠন করেছেন, এমনভাবে নিয়মিত করেছেন যে, তাদের কোন একটি পরিবর্তিত হলে অন্যটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। দেহ ও মন যেন দুটি ঘড়ি, যাদের সৃষ্টিকালে সুদক্ষ প্রস্তুতকারক এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে ঘড়িদুটি সর্বদা একইভাবে সময় গণনা করে, যদিও তাদের কোন একটিও অন্যটিকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে না। দেহ এবং মনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে লাইবনিজের এই অভিমতকে বলা হয় **পূর্বস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ** (Theory of Pre-established Harmony)।

দেকার্ত এবং স্পিনোজার মতো লাইব্‌নিজও বলেন যে, **দ্রব্যের ধারণা সহজাত, (অন্তস্থিত) বুদ্ধিলব্ধ**, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞায় দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায় না।

***সমালোচনা (Criticism)* :**

দ্রব্য সম্পর্কে লাইব্‌নিজের **মতবাদও নিম্নোক্ত কারণে যুক্তিহীন**।

প্রথমত, লাইব্‌নিজ যে চিদণুর উল্লেখ করেছেন তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চিদণু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা যৌগিক বস্তু, অযৌগিক বা নিরংশের প্রত্যক্ষ হয় না। আবার, চিদণুর জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানও নয়। চিদণুর অস্তিত্ব যেমন চিন্তা করা যায়, চিদণুর অনস্তিত্বও তেমনি চিন্তা করা যায়। কাজেই ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় অথবা বুদ্ধির মাধ্যমে চিদণুকে জানা যায় না।

দ্বিতীয়ত, জগতের মূল সত্তা চিৎপরমাণু হলে জড়জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা মেলে না। বিস্তারবিহীন চিদণু থেকে বিস্তারযুক্ত জড়জগতের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নয়। লাইব্‌নিজের অভিমত গ্রহণ করলে তাই জড়জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু অন্তর্দর্শনে আমাদের যেমন চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়, বাহ্যদর্শনে তেমনি জড়জগতের প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য জগতকে তাই অসংকোচে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তৃতীয়ত, লাইব্‌নিজ বহুকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু বহুর মধ্যে কোন ঐক্য-বিধায়ক সত্তা বা শক্তির উল্লেখ করেননি। বিভিন্নতার মধ্যে কোন ঐক-বিধায়ক সত্তা না থাকলে বিশ্বের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা হয় না। প্রতিটি চিদণু গবাক্ষবিহীন হলে তাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে না এবং এই বিশ্ব এক অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলার রাজত্বে পরিণত হয়। কিন্তু এই বিশ্ব এক নিয়ম-শৃঙ্খলার রাজত্ব। এখানে যেমন বহু আছে, তেমনি বহুর মধ্যে ঐক্যও আছে। বিশ্বের ব্যাখ্যায় যেমন বিভিন্নতার স্বীকৃতি প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যেরও স্বীকৃতি প্রয়োজন। স্পিনোজা যেমন বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে ভুল করেছেন, লাইব্‌নিজও তেমনি ঐক্যকে অগ্রাহ্য করে দোষ করেছেন। স্পিনোজার দর্শন যেমন **চরম একত্ববাদে** বা অদ্বৈতবাদে পরিণত হয়েছে, লাইব্‌নিজের দর্শনও তেমনি তার বিপরীত **চরম বহুত্ববাদে** পরিণত হয়েছে। উভয় মতবাদই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট।

চতুর্থত, ঈশ্বরকে 'শ্রেষ্ঠ চিদণু' বলে লাইব্‌নিজ তাঁর দ্রবতত্ত্ব-বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর-স্বীকৃতি বহুত্ববাদ-বিরোধী। আবার, চিদণু যদি নিরংশ হয় তবে তা অবশ্যই অসৃষ্ট হবে, কারণ নিরংশের সৃষ্টি হয় না। ঈশ্বরকে চিদণুর স্রষ্টা বললে চিদণু আর নিরংশ থাকে না এবং চিদণুকে আর স্বয়ংক্রিয় বা গবাক্ষবিহীন বলা যায় না। লাইব্‌নিজের **চিদণু-তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর-স্বীকৃতি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।**

৭.৫. দ্রব্য সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে অভিযোগ